পাকুড়িয়ায় ২ ফিট জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষ, আহত-৪

মাত্র ২ ফিট জমি দখলকে কেন্দ্র সৃষ্ঠ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৪ জন আহত হয়েছেন। বুধবার সকাল ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন পাকুড়িয়া গ্রামের আতার আলীর ছেলে শুকুর আলী (৫৫) ও মুনছুর আলী (৪৫)। অপর পক্ষের রইচ উদ্দীনের ছেলে সরোয়ার হোসেন
(৫৫) ও রবিউল ইসলাম (৪০)। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।

রবিউল ইসলামের ছেলে মাহিদুল ইসলাম জানান, আমার বাবা ও চাচার ১০ শতক জমি শুকুর আলীর জমির পাশে অবস্থিত। শুকুর আলী জোর করে আমাদের জমি ২ ফিট দখলে নিচ্ছেন।

আমরা তাদের নিষেধ করলে আমাদের উপর হামলা করলে সংঘর্ষ হয়। এঘটনায় উভয়পক্ষই গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন মাহিদুল ইসলাম।

যদুপুরে পা ধরে রক্ষা পেলো না ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী, বিবস্ত্র করে পেটালেন সেনা সদস্য

চুয়াডাঙ্গার যদুপুর গ্রামে সেনা সদস্যর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে মা- বাবা ও নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী রজনি।

চুয়াডাঙ্গার যদুপুর গ্রামে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে এক সেনা সদস্যের হাতে একই পরিবারের জন রক্তাক্ত জখম হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে নেয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে।

এদিকে সেনা সদস্য হুসাইনের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে বাবাকে মারার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি মেয়ে রজনী খাতুন। সেনা সদস্যের এহেন কর্মকাণ্ডে এলাকায় বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের যদুপুর গ্রামের মসজিদ পাড়ার জয়নাল আবেদীনের সাথে মাছ ধরা নিয়ে গত মঙ্গলবার বিকালে শুকুর আলীর ছেলে নজর আলীর বাকবিতণ্ডা হয়। এঘটনা তখনই মিমাংশা হয়ে যায়।

পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে জয়নালের ছেলে সেনা সদস্য হুসাইন বাড়িতে এসে তার বাবার সাথে নজর আলীর বাক বিতণ্ডার বিষয়টি জানতে পারে। হুসাইন সন্ধান করতে থাকে নজর আলীকে।

এদিকে এশার নামাজ পড়ে নজর আলী মসজিদে কোরআন তেলয়াত করছিলো। জানতে পেরে সেনা সদস্য মসজিদের ভিতরে ঢুকে নজর আলীকে ধরে মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটাতে থাকে।

নজর আলীর চিৎকারে ছুটে আসেন স্ত্রী শাপলা খাতুন ও মেয়ে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী রজনি খাতুন। এসময় সেনা সদস্য হুসাইন তাদেরকেও বেধড়ক মারপিট করে।

রজনী খাতুন জানায়, আমাকে মারধর করে বিবস্ত্র করে ফেলে। পরনের পোশাক আশাক সব ছিড়ে যায়। বাবাকে রক্ষা করতে আমি ওই সেনা সদস্যের পা পর্যন্ত চেপে ধরে ক্ষমা চাই। আর বলতে থাকি আমার বাবাকে আর মেরেন না। তাতেও মন গলে না তার। একপর্যায় প্রতিবেশিরা ছুটে এসে আমার বাবা নজর আলী, মা শাপলা খাতুন ও আমাকে হুসাইনের হাত থেকে রক্ষা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সামান্য তর্ক বিতর্কের ঘটনায় এমন মারধর দেখা যায় না। হুসাইনের মারধরে তার সামনে যেতে কেউ সাহস পায়নি।

আহত ৩ জনকেই উদ্ধার করে রাতেই চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর থেকে সেনা সদস্যের এহেন কর্মকান্ড গ্রামে বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়।

গাংনীতে পারিবারিক কলহের জের ধরে দুই গৃহবধুর আত্মহত্যার চেষ্টা

পারিবারিক কলহের জের ধরে গাংনী উপজেলার পৃথক দুটি গ্রামে দুই গৃহবধু আত্মহত্যার ব্যার্থ চেষ্টা চালিয়েছেন।

এরা হলেন গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের নাসিমুজ্জামানের স্ত্রী জয়নব খাতুন (২০) ও কুলবাড়িয়া গ্রামের বেল্টু মিয়ার স্ত্রী রোমানা খাতুন (২৪)।

স্বামীর সাথে কলহের জের ধরে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বাড়ির লোকজন জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

অপরদিকে পারিবারিক কলহের জের ধরে গৃহবধু রোমানা খাতুন অপরিচিত ওষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

দুজনেই এখন সুস্থ্য আছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার শরীফুল ইসলাম।

বেগমপুরে বিরোধপূর্ণ খাস জমির বাঁশ কাটার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বেগমপুরে বিরোধপূর্ণ খাস জমির বাঁশ কাটার অভিযোগ উঠেছে কিনা গঙের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় দর্শনা থানা পুলিশে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের রাস্তার পার্শ্বের ৩.৫৪ একর জমি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ হতে লীজ নেয় ফুরশেদপুর গ্রামের মৃত খোদা বক্সর ছেলে

রবিউল ইসলাম।

এ জমি দখল পেতে একই গ্রামের মৃত মস্তবারীর ছেলে রেহাউল হক কিনা (৫৬), মাহাতাব (৪৫), নবী (৫০), আলীহীম (৩৮), রেজাউল হক কিনার ছেলে আলমঙ্গীর (৩৫), তাহাজ্জেলের ছেলে খোরশেদ (৩৩) মরিয়া হয়ে ওঠে।

এরই একপর্যায় অভিযুক্তরা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞঃ আদালত ও সহকারী কমিশনার (ভুমি) বরাবর কর্তৃক একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞ আদালত ও সহকারী কমিশনার (ভুমি) কর্তৃপক্ষ উক্ত মামলার রায় রবিউল ইসলামের পক্ষে প্রদান করেন এবং উক্ত জমির উপর স্থিতিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু বিবাদীগণ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উক্ত জমিতে থাকা ১৩/১৪টি বাঁশ কেটে নিয়ে যায়।

এসময় বাঁশ কাটার প্রতিবাদ করলে জমিলীজ প্রদানকারীর ছেলে বকুল হোসেনকে মারধরের উদ্দ্যেশে ছুটে আসা সহ বিভিন্ন প্রকার হুমকী ধামকী দেয়। এঘটনায় বকুল হোসেন দর্শনা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দর্শনায় পৃথক সড়ক দূর্ঘটনায় আহত-২

দর্শনায় পৃথক দুটি সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছে দু’জন। এদেরকে উদ্ধার করে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। এদের মধ্যে একজন শাপলা পরিবহন ও অপরজন মটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত হয়।

জানাগেছে, বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে জীবননগর অভিমুখ হতে একটি কাঠ বোঝায় পাওয়ারট্রিলার দর্শনার দিকে আসছিল। এসময় পাওয়ারট্রিলারটি দর্শনা-জীবননগর সড়কের আকন্দবাড়িয়া শেখ রাসেল স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন স্থানে পৌছালে একই অভিমুখ হতে দর্শনার দিকে আসা জিএস পরিবহন (যার নং-১৪-২৩৯২) নামের একটি বাস পিছন দিক থেকে

পাওয়ারট্রলিকে ধাক্কা দেয়।

এতে পাওয়ারট্রলি চালক সাইদুর রহমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত হয়।
আহত পাওয়ারট্রলি চালক সাইদুর রহমান চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের শমসের আলীর ছেলে। স্থানীয় পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।

অপরদিকে বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ফার্মপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে জিলার (১৬) নিজ বাড়ি হতে মোটরসাইকেল যোগে দর্শনায় আসছিল।

এসময় আকন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়া কেরুজ জৈবসার কারখানা সড়কে বেপরোয়া গতিতে মটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় চালক জিলার মটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পার্শ্বের গাছের সঙ্গে ধাক্কা দেয়।

এতে করে সে রক্তাক্ত জখম হয়ে মারাত্বক ভাবে আহত হয়। পরে স্থানীয় ও পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয়।

খাসকররায় জমি সংক্রান্ত জের ধরে মারামারি, আহত-৩

আলমডাঙ্গার খাসকররায় জমি সংক্রান্ত জের ধরে মারামারি ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সকাল ৮ টার দিকে এ মারামারির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের ৩ জন গুরুত্বর আহত হয়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা খাসকররা গ্রামের এরেং আলির ছেলে জামাল ও প্রতিবন্ধী খালেকের সাথে পূর্ববিরোধ চলে আসছিলো। বুধবার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তির উপস্থিতে ওই জমি মাপের কাজ চলছিলো। এসময় জমি মাপকে কেন্দ্র করে জামাল ও খালেকের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।

জামাল ক্ষিপ্ত হয়ে খালেকের উপর বাঁশ দিয়ে হামলা করে। এতে তার স্ত্রী রেহেনা খাতুন ঠেকাতে গেলে সেও আহত হয়। এছাড়াও ছেলে স্কুল ছাত্র আবেদ আলি গুরুত্বর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

দর্শনায় ৪৭ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার-১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৪৭ বোতল ফেনসিডিলসহ কলম হোসেন (২৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে সুলতানপুর পশ্চিমপাড়ায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে কলম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। কলম হোসেন ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের আবু তালেবের ছেলে।

জানা গেছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ হারুন উর রশিদ পিপিএম, এএসআই (নিঃ) মোঃ আবু বক্কর সিদ্দীক, সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা সুলতানপুর পশ্চিম পাড়ায় কলম হোসেন এর মেহগনি বাগানের মধ্যে অভিযান চালিয়ে ৪৭ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। এসময় কলম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

দর্শনা থানার এসআই হারুন অর রশিদ বাদি হয়ে কলমের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ আদালাতে সোপর্দ করেন।

কুষ্টিয়ায় নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কুষ্টিয়ায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টায় গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে কুষ্টিয়া-সহ দেশের ৮টি শিল্পকলা একাডেমি ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এসময় তিনি বলেন, আমাদের দেশের মানুষ সংস্কৃতি-মনা। নৌকার মাঝি নৌকা চালাতে চালাতে গান ধরে। এক সময় তো গরুর গাড়ি চলত। সেই গরুর গাড়ির চালকদের গাওয়া ‘ওকি গাড়িয়াল ভাই’ গান এখনো মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। যদিও আধুনিক প্রযুক্তি এবং আধুনিক যুগে সেসব হারিয়ে যেতে বসেছে, তবুও এগুলো কিন্তু শিল্পীর তুলিতে এখনো উজ্জীবিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি উপজেলায় কালচারাল কমপ্লেক্স গড়ে তুলব। প্রত্যেক উপজেলা থেকে যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবিকাশের সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিতে চাচ্ছি।

নবনির্মিত শিল্পকলা একাডেমির ভবনগুলো অত্যন্ত চমৎকার ও আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে জানিয়ে সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার বিষয়ে সকলকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপির সভাপতিত্বে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আবুল মনসুর ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বক্তব্য দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন ছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতারা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও শিল্পীরা সংযুক্ত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো: খাইরুল আলম, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, পিপি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রফিকুল আলম টুকু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এ শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন ঘিরে আনন্দে উদ্বেলিত এখানকার শিল্পী-কলাকুশলী ও সংগঠকরা। শিল্পকলা একাডেমীতে থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম।

এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। ভবনের বিভিন্ন তলায় শ্রেণি কক্ষ, অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষ রয়েছে। এ ছাড়া সর্বাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমসহ নানা সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হয়েছে।

সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়ানোর জন্যই সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অর্থায়নে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান বলেন, এক একর জায়গার ওপর নির্মিত এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় এক নারীর আমৃত্যুসহ ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রায়হান নামে এক যুবক হত্যা মামলায় এক নারীর আমৃত্যু ও পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া প্রত্যেককে আরও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

আমৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া গ্রামের মান্নান সর্দারের মেয়ে শিখা খাতুন। এ ছাড়া এ ঘটনায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া গ্রামের মৃত জলিল সর্দারের ছেলে মান্নান সর্দার। আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সারজুল, মৃত জলিল সর্দারের ছেলে সাধু সর্দার, মৃত শওকত সর্দারের ছেলে বজলু সর্দার, ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ গ্রামের রাজন বিশ্বাসের মেয়ে আজমিরা খাতুন।

রায় ঘোষণার সময় দণ্ডপ্রাপ্তরা আদলতে উপস্থিত ছিলেন। পরে কড়া পুলিশি পাহারায় তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। এই ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পৃক্ততা না থাকায় মামলার অপর দুই আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ গ্রামের মীর শহিদুল ইসলামের ছেলে দিনমজুর রায়হানের সঙ্গে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া এলাকার মোয়াজ্জেম মণ্ডলের মেয়ে সেতুর সঙ্গে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়।

বিয়ের কিছুদিন পর রায়হানের সঙ্গে সেতুর সঙ্গে ঝগড়া হলে সেতুকে রেখে রায়হান ঢাকাতে চলে যান। পরে ২০১৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখে রায়হান আবার বাড়িতে আসেন।

এর পরদিন ৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) রাত ৮টার দিকে তিনি একটি অজ্ঞাত ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যায়। পরের দিন বাড়ি থেকে আধা কিলোমিটার দুরে একটি পানের বরজে রায়হানের মরদেহ পাওয়া যায়।

খবর পেয়ে ভেড়ামারা থানা–পুলিশ নিহত রায়হানের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এই ঘটনায় নিহত রায়হানের পিতা মীর শহিদুল বাদী হয়ে ৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ভেড়ামারা থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার বেলা ১২টার দিকে মামলা রায় ঘোষণা করেন আদালত।

গাংনীতে আনসার সদস্যর বিরুদ্ধে সরকারী ঘর দেয়ার নামে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে আনসার ভিডিপি সদস্য মিল্টন হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারী ঘর দেয়ার নামে দরিদ্র কৃষকের কাছ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার দুপুরে উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভুগীর জামাই মোহন আলী। আনসার সদস্য কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষীনারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা বর্তমানে সে গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের গুদামে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

মোহন আলী জানান, তার শশুর ধানখোলা ইউনিয়নের জুগিন্দা গ্রামের রজব আলীকে সরকারী ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রায় দেড় বছর আগে ১২ হাজার টাকা নিয়েছে। দীর্ঘ সময় পার হলেও ঘর দিতে না পারায় টাকা ফেরত চাইলেও নানা টালবাহানা শুরু করেছে। এক প্রকার বাধ্য হয়ে

গাংনী উপজেলা ও জেলা আনসার কর্মকর্তা সহ বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

এদিকে সাহারবাটি ইউনিয়নের হিজলবাড়িয়া গ্রামের শাহজামালের স্ত্রী ভানুয়ারা খাতুন বলেন, আনসার সদস্য মিল্টন হোসেন সরকারী ঘর দেওয়ার নামে ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিলেও ঘর তো দুরের কথা টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। তার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়া হবে।

পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নয়ন আলী বলেন, মাতৃত্বকালিত ভাতা করে দেওয়ার নামে ১০ জনের টাকা নিয়েছে মিল্টন হোসেন। মাতৃত্বকালিন ভাতা কার্ড করে দিতে পারেনি। এজন্য টাকা ফেরত দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা উর্মিলা বিশ্বাস বলেন, মোহন আলী নামের এক ব্যক্তি আনসার ভিডিপি সদস্য মিল্টন হোসেনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এবিষয়ে কথা বলার জন্য মিল্টন হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
জেলা আনসার কমাড্যান্ট মো: সাহাদত হোসেন বলেন,বিষয়টি তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।